# MADDHO RATER SURJO

**( SELECTED POEMS)**

**Written BY-**
**HABIBUR RAHMAN**

PUBLISHED BY
**Dewan Abdul Baset**
Marupalash **GROUP OF PUBLICATIONS**
**DHAKA, BANGLADESH**

**ZONAL OFFICE**
**RIYADH**
**SAUDI ARABIA**

**FIRST EDITION**

Marupalash (BOIPOTRO) GROUP, DHAKA
**NATIONAL BOOK FAIR**
**DHAKA, BANGLADESH**
**FEBRUARY 2002**

**2nd EDITION INTERNET**
**SHIPON**
**SEPTEMBER 2002**
**copy right:**
**Mahfuza Akhter Siddiqa**

**COMPUTER COMPOSE**
**LUBNA BASET BRISHTI**

**Contact**
bahumatrik@email.com
**E-MAIL:** marupalash@yahoo.com

# মধ্য রাতের সূর্য

(নির্বাচিত কবিতা)

## হাবিবুর রহমান


প্রকাশকঃ

দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ঢাকা, বাংলাদেশ

জোনাল অফিসঃ

রিয়াদ, সউদী আরব।

প্রথম প্রকাশঃ

অমর একুশে বই মেলা ২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশঃ

ইন্টারনেট সংস্করণ

শিপন

সেপ্টেম্বর ২০০২



গ্রন্থস্বত্বঃ

মাহফুজা আক্তার সিদ্দিকা



কম্পিউটার কম্পোজঃ

লুবনা বাসেত বৃষ্টি

---

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স ঢাকা, বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।

জোনাল অফিসঃ রিয়াদ, সউদী আরব

Email: marupalash@yahoo.com

# মধ্য রাতের সূর্য

## হাবিবুর রহমান

উৎসর্গ-

ইক্‌রা

মানে

পড়

জন্মের প্রথম প্রহরে যিনি আমার ভেতর পড়ার বীজ বপন করেছিলেন, আমার সেই

মা

মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুনকে

-হাবিবুর রহমান
জেদ্দা
সেপ্টেম্বর ২০০২

# লেখক পরিচিতি

১৯৫৪ সালের ১০ই জানুয়ারী ঢাকা জেলায় কবি হাবিবুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন। কবির কবিতায় ফুটে উঠে গভীর জীবনবোধ। তিনি প্রাত্যহিক জীবন ও প্রকৃতিরছবি এঁকে যান সুললিত ভাষায়। বিদগ্ধ শিল্পীর মত তার কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠে জীব ও জগৎ এর আলোকিত ছবি। ভাষার মুন্সিয়ানাই সৃষ্টি করে তার কবিতার শৈল্পিক অবয়ব। প্রায় দুযুগের কাছাকাছি এ কবি জেদ্দা প্রবাসী যিনিরিয়াদ এবং জেদ্দার বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কবির লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত হই রিয়াদ থেকে প্রকাশিত 'মরুপলাশ' 'মোহনা', 'রূপসী চাঁদপুর' ও জেদ্দার 'বহুমাত্রিক' সাহিত্য পত্রের মাধ্যমে। তিনি কবিতায় এবং গদ্যে বিদগ্ধ পাঠকের অফুরন্ত ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। জেদ্দা হতে প্রকাশিত দু'তিনটি সাহিত্য সাময়িকীও সম্পাদনা করছেন সুদীর্ঘকাল ধরে। কবি হাবিবুর রহমানের সাহিত্যচর্চা ফুলে ফুলে ভরে উঠুক। তিনি পাঠক নন্দিত হবেন এই কামনায়..

**ডক্টর এ-কে আব্দুল মোমেন**
রিয়াদ, সউদী আরব।
Email: abdul_momen@hotmail.com

## কবিতার ডালি

মধ্যরাতের সূর্য / সনির ওড়না / খরদাহের ভালবাসা
এ নয় সময় ক্রন্দনের / কর্ণিয়া ভাইরাস / হাত বাড়ালেই বন্ধু পাই না বন্ধু
অপেক্ষায় আছি / দিলের বাত্তি জ্বালাও / ঘামছির কাছে কাঁটাবনে
বায়স্কোপ / বাইশে শ্রাবণ / ফিরিয়ে দাও বৈশাখ
আমার ঘুম হয় না / ভালবাসার নদী / শিরোনাম অন্যরকম
বলোমন রাধা রাধা / আদম ও লাশ

# মধ্য রাতের সূর্য

কূয়াশার লেপ মুড়ি দিয়ে পৃথিবী
যখোন ঘুমায় নিরাপদ ওমে।
গন্‌গনে আগুনের চুল্লি
উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু
বিলায় উত্তাপ।
কোন এক মোনাজাত উদ্দিন
লেখেন জার্নাল.....
রংপুর থেকে পঞ্চগড়
তিস্তামূখ ঘাট থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাট
রাজধানীর জিরো পয়েন্ট থেকে
দেশদেশান্তরে পৌঁছে যায় সে খবর।
মাড়ী ও মড়ক
ঠান্ডা ও গরম
খরা ও বন্যা
হাসি ও কান্না
শোকে তাপে দুঃখে
বাংলা কাঁদে অবিরাম।

কোন এক বঙ্গ কন্যা কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে
শুনেন আর কাঁদেন।
পিতৃভূমির দুঃখ ও বেদনা
শোষণ ও বঞ্চনা
অবিরল ঝরে পড়ে
তাঁর আঁচল ভিজে যায়।
তিনি শুধু ভাবেন আর কাঁদেন।
অশ্রু হয় বরফ গলা-নদী-
নদী হয় খরস্রোতা বেগবান।
একদা বেদনার নদীতে
ধুয়ে ফেলেন শোকের শাড়ি।
শোক হয় সংকল্প।
সংকল্পের গান্ডিবে ভরেন মুক্তির তীর।

তিনি আসেন
তিনি আসেন শোকের নদী সাঁতরিয়ে
তিনি আসেন মৃদু অথচ দৃঢ় পায়ে।
তিনি আসেন
বাংলার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে।
তিনি দেখেন
উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ।
ইতিহাস বিকৃত!
ধিকৃত রাজাকার রাজসিংহাসনে
বসে ঘুরায় ছড়ি।
মুছে তা দিতে কেউ আবিস্কার করে
তেলের ড্রাম থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে
প্রভূ তাহার।
সত্য নির্বাসিত।
শিশু শিখে মিথ্যার ছবক!
বিকৃতি ও বিভ্রান্তি
পাপ ও অনাচার
প্রতারণা ও শঠতা
দেশকে খাবলে খায় শকুনীর মত।
উত্তর পাড়ার উর্দির তালে তালে
নাচে নটিনী বাংলার শ্মশাণ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।

ভোরের উদীয়মান সূর্যের মত তিনি উঠেন।
দুপুরের গন্‌গনে সূর্য তেজের মত তাঁর কণ্ঠে ধ্বণিত হয়
নির্মোহ অমোঘ সত্য
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
মধ্যরাতের জ্বলন্ত সূর্যের মত তিনি ডাক দেন
জাগো বাহে কোনঠে সবাই
তেঁতুলিয়া থেকে টেক্‌নাফ।
সে হায়দারী হাঁকে নড়েচড়ে উঠে।
মুক্তি পাগল বঙ্গসন্তান বাঁচার দূর্বার আকাংখায়
ঝাঁপিয়ে পড়ে গন-সংগ্রামে।

জনতার মঞ্চে আসে ধেয়ে
আসে কাল বোশেখীর বেগে
আসে বিদ্যুতের ফলার মত রাজপথ আলোকিত করে
আসে মহাসমুদ্রে জনতার ঢল
ঢল নামে ঢাকার রাজপথ জুড়ে
তাঁর ডাকে
সময়ের অসম সাহসী দুটি বালকের
চারটি অলৌকিক হাতে হাত রেখে জনতা
শপথে প্রদীপ্ত-সংকল্পে দৃঢ় হয়।
ঠাটার মত কঠিন বন্ধনে
জনতার ঢল নামে দুই মহানগরী জুড়ে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আসে
বিক্ষুব্দ নাগরিক সমাজ আসে
আসে সারের জন্য গুলি খাওয়া ১২০ জন কৃষক
তীর-ধনুক হাতে সাঁওতাল
কাস্তে-কোদাল হাতে শ্রমিক
লাঙ্গলের ফলায় শান্ দিয়ে মেহনতী কৃষাণ
পেশাজীবি ছাত্র-যুবা
জেলে-তাঁতি, কামার-কুমার।
মাছি মারা কেরানী থেকে সচিবালয়ের উর্ধ্বতন সচিব পর্যন্ত আসে
প্রেমিকার নরম হাত ছেড়ে প্রেমিক আসে
মায়ের স্নেহের আঁচল ছেড়ে আদুরে সন্তান আসে
স্ত্রীর প্রেমের বন্ধন ছেড়ে স্বামী আসে।
বাংলার আকাশ ও মাটি
প্রতিবাদে প্রতিরোধে অধিকার আদায়ের
লড়াইয়ে হুংকার দেয়-
জাগো বাহে কোনঠে সবাই

জনতার বিজয়ে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়
দৃঢ়চেতা নেত্রীর ডাকে
২১ বছরের বিভ্রান্তির বিলোপ থেকে উঠে আসে
আত্মভোলা পরিচয়হীন জাতি।
মধ্যরাতের সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়
আগামী ভোরের প্রত্যাশা।।

## সনির ওড়না

বাতাসে ভাসছে সনির রক্তাক্ত ওড়না
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সনির রক্তাক্ত ওড়না
সূর্যবলয়ে চক্রাকারে ঘুরছে সনির রক্তাক্ত ওড়না
আকাশ ফুঁড়ে চন্দ্রালোকে
দুধের শিশুর কান্না হাসিতে
সনির রক্তাক্ত ওড়না।

সত্য দিশারী কবির মৃদুভাষণে
সাংবাদিকের নিউজ ডেস্কে
শিক্ষকের ব্লাকবোর্ডে
ক্রিকেটের উইকেট পতনে
গৃহিনীর রান্নাঘরের সেলফে
অফিস ফেরতা আমলার ওয়ালেটে
বাজার ভর্তি ক্যানভাসের থলিতে
হুডখোলা রিকশার হ্যান্ডেলে
পত্ পত্ করে উড়ছে সনির রক্তাক্ত ওড়না।

আমাদের চেতনার আলোকিত পথে
আগে আগে চলছে সনির রক্তাক্ত ওড়না।

জেদ্দা
১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২

# খরদাহের ভালবাসা

ভালবাসার আশায় আমি
প্রতিদিন বসুবাজার লেনে যাই।
কাল সন্ধ্যা, ঝিঁ ঝিঁ ডাকা দুপুর
প্যাঁচা ডাকা মধ্যরাত, কাক ডাকা ভোর
দিনক্ষণ সময়ের হিসাব নাই।

মাস্তানের তাপালিং হাইজ্যাকারের তীক্ষ্ণ ছুরি
কোন ঠেকাঠেকিই আমাকে ঠেকাতে পারে না।
ভালবাসা পাব বলে
আমি কাঙ্গালের মত এক কাপ স্পর্শিত
চায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত চেয়ে রই।
নাকে রুমাল চাপা দিয়ে
সন্তর্পনে নোংরা ড্রেন টপকাই।

ভালবাসার আশায় আমি তার মাসকাবারি
রিকশাওয়ালাকে চা সিংগারা খাওয়াই।
মায়ের অবাধ্য হয়ে লঞ্চঘাটায়
বসে রই বুড়ো বটের ছায়ায়।

ভালবাসা পাব বলে আমি
কবিতা লিখি এলোমেলো
লাজুক চোখে তার খোঁপার দিকে তাকাই
কালোচুলের ঘন বনের উঁকুনের মুখ ভেংচানিতে
আমার উদ্ধত যৌবন আহত হয়।

তার যাদুমাখা কাজল চোখের
গোলকধাঁধায়, পাতলা ঠোঁটের চিলতে হাসিতে
আমি দেউলিয়া হই।

গৌরী মঠের চৌরাস্তায় ঠাঠা দুপুরে
আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রই
কখন সে স্কুলে যায়।

আর রিকশা শোভিত পায়ের পাতা
দেখবো বলে জিব্রাইলের ডানা
ছায়া দেয় আমার অগোছালো মাথায়।
যদি তার দেখা পাই।
আমার ঘোলা চোখ নারিন্দা গোরস্থানের
করোটি কংকাল গুনে সংখ্যাতীত
তবু তার দেখা যদি পাই।

## এ নয় সময় ক্রন্দনের

গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে সোজা
যারা ছিল ঝুঁকেপড়া নিম্নগামী
শিরদাঁড়া করেছে আজ তারাও উঁচু
পাতাগুলির স্পাইনাল কর্ডে লেগেছে প্রতিবাদের হাওয়া।

দুলছে রমনা ফুঁসছে রমনা
সবুজ চাঁদর ফুঁড়ে উড়ছে সনির রক্তাক্ত ওড়না।
চোখ মুছে জেগে উঠেছে দুঃখিনী বর্ণমালা
আঘাত যত জোরে হবে প্রতিঘাত ততোধিক জোরে
দৈববাণী ভেসে আসছে আজিমপুর কবরস্থান থেকে।
জেগে উঠেছে বরকত, সালামেরা
আমাদের সার্ট তাদের পথ দেখাচ্ছে।

রমনার পাঠশালা প্লাবিত করে
একাত্তরের গর্জন আসছে ধেয়ে
একাত্তরের অস্ত্র ঘুরছে খুকির প্রেতাত্মার পিছে পিছে
সময়ের সাহসী সন্তানেরা জেগে উঠেছে।

শহীদ মিনারের মাথার উপর
এলোমেলো সাদাচুল উড়ছে বাতাসে
শীর্ণ দুটি হাত অফুরান শক্তিতে
সাহসের শিরনী বিলোচ্ছে।

দুঃসময়ের মুখোমুখি আমরা
পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়
জেনে রেখো আমার সন্তানেরা।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২

# কর্ণিয়া ভাইরাস্

একটা কনভেয়ার বেল্ট
না কনভেয়ার বেল্ট নয়, বেল্টের মত।
ধরা যাক ছায়াপথ একটা গ্যালাক্সি
আলো পড়ছে ফোকাস।
যেমনি দেখা গেল চীনের আকাশে
উল্কা পতনের আলোর মেলা।
তেমনি আলো ছায়ার খেলা হচ্ছে,
ভেসে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে
এই আলোতে এই আঁধারে বুদ্বুদের মত
ভেসে উঠা ডুবে যাওয়া, জেগে উঠা তলিয়ে যাওয়া
নদীর মত বাঁক নিচ্ছে, নিতে নিতে হারিয়ে যাচ্ছে।
লাল গেঞ্জি নীল জীন্স। কনভেয়ার বেল্টে
খাবি খাচ্ছে। পাড় ভাঙ্গছে। অবিরাম পাড় ভাঙ্গছে।
সবুজের ডগা মুচ্‌কি হেসে ডুবে যাচ্ছে ঘোলা জলে।
পাড়ে দাঁড়িয়ে লাল গেঞ্জি নীল জিন্স।
ছায়া পথে বুদ্বুদ্ আলোতে ঝিকিমিক্।
রূপোলী সোনালী লাল নীলের কন্ট্রা।
কি বলা যায় একে? জীবন? নাকি জীবনের
অমাবশ্যা, পূর্ণিমা? নাকি ভাটিয়ালী সুর?
জীবনের .....? কি বলা যায় ??

২০-১১-২০০১ জেদ্দা

## হাত বাড়ালেই বন্ধু পাই না

(ছড়াকার ও মরুপলাশ সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেত এর ফ্যাক্স পেয়ে)

দুঃসময়ের প্রমত্তা নদী
ভেঙ্গে যাচ্ছে মূল্যবোধের পাড়
নিষিদ্ধ ফেরীঘাটে একাকী যাত্রী
হাতে নাই পাড়ানীর কড়ি
চারিদিকে হিংস্র হায়েনার বেড়ী
ধেয়ে আসছে অবিরত।বেগে তীব বেগে।
বৈরী বাতাসে দুষনের ধোঁয়া
পাতালে আর্সেনিক বিষ
শৃংখলিত শাহরিয়ার রক্তাক্ত স্বাধীনতা
দাঁড়াবার ঠাঁই কোথা, বলো বন্ধু!
সুজনের বড়ই অভাব
জনারণ্যে হিংস্রতা
'হাত বাড়ালেই বন্ধু পাই না বন্ধু'
এ বঙ্গদেশে।
ছোবল মারে বেঈমানী সাপ।
সবল বাহুর শক্ত মুঠিতে এসো ধরি হাত
মিলিত প্রয়াসে বাসযোগ্য করি
প্রিয় দেশকে - এ পৃথিবীকে।

০৩-১২-২০০১ জেদ্দা

## অপেক্ষায় আছি

আবার একটা যুদ্ধ হবে
আবার দেশপ্রেম শেষ প্রেমের পরীক্ষা হবে।
আবার কামালের রাইফেল গর্জে উঠবে
আর একটা মুজিবনগরের ফুটন্ত বয়লার থেকে
ঘনশাদা ধোঁয়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে
লাল সবুজের পতাকা।

আবার একটা যুদ্ধ হবে
আবার হাসান হাফিজ বলবে-
"এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ট সময়"।
আবার ইলোকট্রার অর্গান বেঁজে উঠবে
আবার নীলক্ষেতের শতবর্ষী বৃক্ষরাজি
লাল পাতা ঝরাবে
কৃষ্ণচূড়া ফুলের ভেতর হেটে যাবে
ইস্পাত শিশু।

আমি যৌবনের অপেক্ষায় বসে আছি
আমি আর একটি একাত্তর দেখবো বলে
বসে আছি।
পিতার রক্ত স্রোতে আমাদের
রক্ত-ঘাম অগ্নিবীর্যের ফসল মিলাবো বলে
বসে আছি।

আবার বাংলার আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হবে
প্রজন্ম'৭১ এর রক্তবীজে জন্ম নেবে নতুন মুক্তিযোদ্ধা।
আবার মুক্তিবাণী শুনবো
রেসকোর্সের শিখা চিরন্তন থেকে।

আর একটি যুদ্ধ দেখবো বলে
আমার পাঁজরে ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি
আমি অপেক্ষায় আছি- অপেক্ষায় থাকবো
আর একটি মুক্তিযুদ্ধ দেখবো বলে
অমি যুগ যুগ বেঁচে থাকবো।

০৮-১২-২০০১ জেদ্দা

# দিলের বাত্তি জ্বালাও

দমে দমে লও আল্লাহ্‌র নাম
আল্লাহ্ সত্য আল্লাহ্ সার
আল্লাহ্ বিনে মাবুদ নাইরে আর।

সাজাঁনো আছে রত্নদীপ
জ্বালাইয়া দাও মনের প্রদীপ।
চক্ষু মেলে দেখো নিরজনে
আস্‌হাবে কাহ্‌ফা শুইয়া আছে
গুহারো ভিতরে।

তিন শত তিন বছর গেল
তবু না ঘুম ভাঙ্গিল
আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত বুঝে না নাদানে।
মনের বাত্তি জ্বালাইয়া দেখো
বইসা নিরজনে।

মানুষ নামের হইলা প্রাণী
আল্লাহ্‌র ভেদ্ এখনো না জানি
খাইলা দাইলা ঘুমাইলা
আন্ডা বাচ্চা জন্ম দিলা
একবার ও না আল্লাহ্‌রে ডাকিলা।

পাগল অমুক বলে তমুকেরে
বুইঝা শুইনা মন চলরে।
আল্লাহ্ সত্য আল্লাহ্ সার
আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নাই এপার ওপার।

# ঘামছির কাছে কাঁটাবনে

আমি একজন কবি
আমি কদম ফুল ভালবাসি
তাই ঘামছিকে দেখার জন্য
কাঁটাবনে যাই কদমতলায়।

ইলিশ মাছের পেটের মত ঘামছির বুক
চেয়ে দেখি ফুটে আছে সহস্র গোলাপ কানকোয়
বুকের সুবাস নিতে ফুলের স্পর্শ পেতে
রক্ত চক্ষু ঘালির তোয়াক্কা না করে ছুটে
যাই কাঁটাবনে। ফুল ও নারী।
যৌবন ও সৌন্দর্য একাকার হয়ে যায়।
যখন তার বুকের নহরে নওলা
মাছের লেজের ঘায়ে ডুবে যায় ইচছার ফাত্ন ।

কাঁটাবনে ফুলের বাগান। কাঁটাবনের কদম তলায়
ফুলের বাগানে গভীর জল। জলের ভেতর
ঘামছির সুখ। সুখের ভেতর অষ্টপ্রহর
ফুটে থাকে শতাব্দী ফুল।

আমি একজন কবি।
ফুল ও নারী খুব ভালবাসি।
পঞ্চইন্দ্রিয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিতে
আমি ঘামছির কাছে যাই
কাঁটাবনের কদম তলায়।

## বায়স্কোপ্

ল্যাম্পপোষ্টের নীচে
রূপের ফেরিওয়ালী
পসরা সাজিয়েছে।
উষ্ণ উরু, নিলাজ কোমর
তেলাকুচ জংঘার রসালো অশ্লীলতার ভাগা
ডালা ভর্তি ভন্ ভন্ খাচেছ নীল মাছি।

পসারিনী রূপের ডালি সাজিয়েছে।
ল্যাম্পপোষ্টের নীচে পোকা-মাকড়ের
ঘর-বসতি মধ্যিখানে ফুটপাত রানী
জংধরা নীল প্যান্ট ছেঁড়া-ফাড়া হাওয়াই সার্ট
খোলা বুকের ঘনলোমে ওম খুঁজে
টোকাই যুবতী।
মাস্তান খদ্দের, ঠেক্ দেয়া রোজগারে
কিনে নিচেছ বাজারী হাসি, লাল ব্লাউজের
বগল ভেজা গন্ধ, পোকা খাওয়া দেহ।
আরো সব নিষিদ্ধ আনন্দ।
ল্যাম্পপোষ্টের নীচে রূপের
হাট বসেছে। বেচাকেনা চলে
রাত ভর। চন্দ্রিমার চন্দ্র উদ্যানে।

## বাইশে শ্রাবন

আমাদের রৌদ্র করোটিতে
রৌদ্র ছায়ায় খেলা চলে নিরন্তর
রূপ রস গন্ধ মেখে তাকে
দিতে চাই জীবনের স্ফন্দন।
মৃন্ময়ী পাত্রে করিতে চাই জীবন রসের
পানোৎসব। রক্ত মাংসে গড়া
এ মাটির দেহ। সচল সজীব
বহতা নদীর বাঁকে বাঁকে
জীবন খেলার যে লুকোচুরি
গতি পাক্ তোমার অদৃশ্য
অংগুলি হেলনে।
গতিময়তার ধীর ও শান্তলয়ে
কানায় কানায় পূর্ণ হোক
সুধা পাত্র- জীবন দাও-
হে মঙ্গলময় দাও জীবনের অর্থ

(ফ্যাক্স এ বাকী অংশ আসেনি)

## ফিরিয়ে দাও বৈশাখ

এ কোন বৈশাখ এলো নিদাঘের তপ্ত দুপুরে
ফাহিমার কান্না শুনি টোলারবাগের টং ঘরে।
এ কোন বৈশাখ এলো কোজাগরী জ্যোৎস্নায়
পূর্ণিমার চাঁদ গিলে খায় ভয়াল রাহুর গ্রাস!
এ কোন বৈশাখ এলো বাঙালির ঘরে ঘরে
সংক্রান্তির অমঙ্গল কান্না শুনি রাতে ও দুপুরে।

আমিতো চাই না চন্ডালী বৈশাখী জলে
ভিজে যাক আনন্দের উঠোন।
আমিতো চাই না শ্বাপদ নির্ঘোষে
ঝরে পড়ুক আধফোটা মহিমাবকুল।
কালবোশেখী ঝড়ে ভেঙ্গে যাক খুকুর শাখা
মুছে যাক সিঁথির সিঁদুর
ধর্ষিতা শিখারানীর কোলের শিশুর দুধেল হাসি।

চাই না চাই না এ মাৎস্যন্যায় বৈশাখ প্রভু!
ফিরিয়ে দাও ভালবাসার নদী ও বৃষ্টি।
অবগাহনে পবিত্র হোক দেশ ও মানুষ
নন্দিত করপুটে ধরে রাখবো আমি
আর্সেনিক মুক্ত বৈশাখী বৃষ্টি ও নদীর বিমল জল।
আমার হাজার বছরের সাধনায় ফুটে উঠবে
নববর্ষের শতাব্দী ফুল।
আমি তার মধুগন্ধী মলয়ে ভিজবো বৃষ্টিতে
সাঁতরাবো কুয়াশা নদীতে।
বৈশাখী মেলায় হাটবো সঙ্গিনীর ধবল বাহুর স্পর্শে
বোমাতংকহীন ভালবাসার বাগানে চাষ করবো
তেরোটি গোলাপের নতুন প্রজাতি।
শংখ ধবল ফুসফুসে নেবো বটের সবুজ নিঃশ্বাস
প্রভু! ফিরিয়ে দাও আবহমান বৈশাখ আমার।

২২-৪-২০০২
জেদ্দা

## আমার ঘুম হয় না

আমার দেহের তলে মনের জলে
ডানকানা মাছ কিলবিল করে
ঘুম হয় না ঘর হীন ঘরে শুন্যে ভাসি তেপান্তরে
সব ফুলে যে পুঁজো হয় না সে বুঝেছি চোখের জলে।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভংগে আমার ঘুম হয় না
পুরোণো সেই দিনের কথা আমায় ডাকে ভিজা চোখে
ফকির লালন হেঁটে যায় ছেউঁড়ির আলপথে
রবীন্দ্র তীর্থ সলিলে আমার পুণ্য স্নান হয়নি সারা
আগুনের পরশমনি জ্বালাও যখন শিলাইদহের বোটে
আমি ঘুমাই পদ্মার আউলা বাতাসে।

তুমি রবীন্দ্রনাথ শাল প্রাংশু- ছায়া দাও আমাকে
আমার প্রেমে ও দ্রোহে
আমার সত্ত্বায় ও আত্মার লীলা নিকেতনে
বিরাজ সত্য ও সুন্দর রূপে
তুমি রবীন্দ্রনাথ
২৫ শে বৈশাখে প্রনমি তোমাকে ।।

জেদ্দা
০১-০৫- ২০০২

## ভালবাসার নদী

তোমরা যারা লড়ছ দেশ হতে দেশে
কাশ্মির হতে ফিলিস্তিনে, গুজরাটে, ফিলিপিন্সে
তোমরা যারা লড়ছ বর্ণে বর্ণে গোত্রে গোত্রে
জাতিতে জাতিতে ধর্মে অধর্মে।

তোমাদের জন্য সুসমাচার নিয়ে এসেছি আমি।
না শান্তির ললিতবাণী তোমাদের শুনাতে চাই না।
মারনাস্ত্র চালানোর গোপন গতিপথও রুদ্ধ করতে চাই না
জাতিসংঘের শীতল রক্তধমনীতে আমি উষ্ণো প্রবাহও চাই না।

আমি তোমাদের জন্য একটি পবিত্র নদী নিয়ে এসেছি।
হ্যা- আমার হাতের মুঠোয় একটি ভালবাসার নদী আছে।
তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বিবেককে খুঁজে নিয়ে এসো
এসো অবগাহন কর। তোমাদের হৃদপিন্ডকে বাইরে
নিয়ে এসো। এনে ধৌত কর।

পবিত্র জলের স্পর্শে তোমাদের পাপী আত্মা মুক্ত হবে
তোমাদের অসুস্থ হৃদপিন্ড সুস্থ হবে।
তোমাদের মস্তিস্কের কোষে কোষে ভালবাসা বাসা বাঁধবে
এসো অবগাহন করো। এসো ধৌত কর।
পবিত্র নদীতে তোমরা পূত-পবিত্র হও
ভালবাসার যোগ্য হও
এসো অনুরাগের সংলাপে পরস্পর সম্পৃক্ত হই
সিনাই থেকে গোলানের জয়তুন বনে
মানুষ ও বৃক্ষরাজি যুথবদ্ধ আলীঙ্গনে
আশ্রয় নিক শাতিল আরবের ছায়া শীতলে।

ঝিলম ও ডাল লেকের অথৈ জলে হরপ্পা ও
মহেন্‌জোদারোর গলিতে গলিতে
এসো আমরা কেলিমত্ত হই জীবনানন্দে।
২৮-৪-২০০২
জেদ্দা

## শিরোনাম অন্যরকম

নগরে ফুটেছে ফুল-আগুনে কৃষ্ণচূড়া
কিছু মধুলোভী মৌ ভীড় করেছে দক্ষিণ গেটে।
দক্ষিণের দুয়ার আজ একেবারে খোলা
কিছু উত্তুরে হাওয়া ঢুকে পড়েছে এই ফাঁকে।
আমি আর তুমির দেয়ালটা অদৃশ্য হাতের তুড়িতে
মৌমাছি এঁটে রয়েছে আঠার মতো
ক্ষুধা ও গন্ধে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে ক্ষুব্দ ঝড়ের
বৃষ্টির আশায় জায়নামাজে নত
মালিকপক্ষ।
এদিকে মংলা পোর্টে আটটি ভালবাসার জাহাজ
আট্কা পড়েছে ভ্যাটের অভিযোগে।

এ ছিলো আজকের সংবাদ শিরোনাম।

এখন তুমি কি নারকেল ভাংগা পানির জন্য
গাছে চড়বে?
নাকি আসফাটা ভালবাসার জন্য
পুকুরঘাটে চন্ডীদাস হবে?
দুধের সর খেতে হলে তোমাকে খামারবাড়ি যেতে হবে
অতএব বুঝে দেখো সুজন কি করবে
প্রেমিক হবে না বৈরাগী?!

## বলো মন রাধা রাধা

পুচ্ছ নাচানো প্রেমিকা গোল্ডফিসের খোঁজে
ধীবর প্রেমিক নেমেছে জলে
রৌদ্রজলে জ্বলছে আগুন
অদৃশ্য পোয়াতি ইলিশ।

অচমভূতের খাঁচায় বন্ধী ভাগ্যবতী সোয়ালেজ।
আমায় তুমি উদ্ধার করো দূরদ্বীপ বাসিনী
অপরাজিতার বনে শিষ দেয় কালনাগ
ঘাতক ব্যাধি আসছে ধেয়ে-
ভাইরাস আক্রান্ত ওয়েভসাইটে
সবুজ খেকো পোকার বাসা।

ভাংগাবাঁশি কোলে আমি
গোহাটার কদম্বতলে বসে কাঁদি
আমায় তুমি বাঁচাও গো-
কংসপুরীর রাধারানী।

০৪-৫-২০০২
জেদ্দা, সউদী

## আদম ও লাশ

আদম বেচা টাকায় কোটি টাকার গাড়ি
জ্যামে পড়েছে জাহান্নামের ট্রাফিক মোড়ে
অপেক্ষা সবুজ সংকেতের।
পুস্পস্তবক দাও বৎস বেওয়ারিশ লাশে
লাশ ও আদম পেট্রোডলারের চেয়ে দামী
একটায় দেয় ক্ষমতা আরেকটা আনে মানি।

যেয়োনা নদীর ধারে
জামাল ফকির ফুঁস করে উঠবে
সংসদ ভবনের কুয়োর ব্যাঙ
লাফ দেয় স্মৃতি সৌধের মস্তকে
সাবাস বাংলাদেশ!
প্রনতি গুরু তোমার থুরে।

বলো মা তারা! আর কত খেলা দেখাবে ভানুমতি?
এবার সাংগ করো যাদুকরী প্রহসন পালা
আমরা মুছি রক্তজল ক্রন্দসী মারমিজার।

# একটি মেয়ের কথা

মাননীয় সভাসদ
উপস্থিত সুধীমন্ডলী
একটি মেয়ের কথা বলবো বলে এসেছি আমি।
ডাইনোসরের ডানায় ভর করে
যে কথা বলেছিলাম ইথারে ইথারে
সে কোন্ জোরাসিক যুগের কথা
তারপর মৌর্য সাম্রাজ্যের তাম্রলিপিতেও
শিখেছিলাম সেই মেয়েটির কথা।
কত খাজোরাহ্, পাহাড়তলী, মহাস্থানগড়,
সমতট, রাঢ়,বঙ্গ, উৎকলের কঠিন শিলার
নীচে চাপা ছিল সে মেয়েটির দিনলিপি।
আমার জন্মের প্রথম প্রহরে চোখ মেলে দেখলাম
সে বন্দিনী কাজললতা, অপরূপ শ্যামলী মেয়েটিকে,
হস্তপদ শৃংখলিত কঠিন শোষণে।
গলায় জিন্জির মালা, সিঁথিতে পরাধীনতার
কালো টিক্লি। ক্ষীণতনু জড়োসড়ো নতশীর।
চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে
৫৫ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি জমি।

ধর্মের দোহাই তুলে প্রথমে চুরি করলো
আর মাতৃভাষা-রূপকন্ঠ-হারটি।
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকে হার মানিয়ে কেড়ে নিল তার
চা নামক নাকছাবি। অভাগী মেয়েটির ললাট
লিখনের কাগজ কেড়ে নিল তার দূর্ভাগ্যের ষ্ট্যাম্প মারতে।

শাট্য ও লাম্পট্য, ধর্মের নামে অধর্মের কালো
হাত দিয়ে লুন্ঠন করলো সম্পদ ও সম্ভ্রম।
কিছু দেশী কুকুরের পা চাটনিতে সম্ভব
হয়েছিল খাঁকি উর্দির তলায় পিশে মারার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

ভায়েরা আমার
বজ্রকন্ঠ গর্জে উঠলো অকুতোভয় পিতার কন্ঠতার
রেসকোর্সের জনসমুদ্র নিথর নিস্তব্দ।

নীরবতার মহাসমুদ্র থেকে, সহস্র বৎসরের
শিলা চাপা আবেগ ঘনিত কণ্ঠটি
শুনালো এক অশ্রুতপূর্ব কবিতা।
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ।

সাথী বন্ধুরা
এ ইতিহাস শুনাতে আসিনি আমি।
বলেছিলাম শুনাবো একটি মেয়ের গল্প।
ধরিত্রীর জরায়ুতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের
অঙ্কুরিত বীজ। আজন্মের পাপ নিয়ে জন্ম নিল
মেয়েটি ৭১ এর ডিসেম্বরে।
জন্মের পাপ স্খলনে ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট
পিতৃহারা হলো মেয়েটি।
তার কলাপাতা শাড়ির আঁচল ভিজে গেল অশ্রুরাশিতে।
শোকের রক্ত সাগরে অবগাহন করে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো
শালপ্রাংসু পিতার পাশে। মৃত্যুঞ্জয়ী
পিতার বিশাল বক্ষে শান্তি না খুঁজে
মেয়েটি বেছে নিল পিতার সংগ্রামী পথ।

এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্

পিতার এ দীপ্ত উচ্চারণে উজ্জীবিত মেয়েটি
কোমড়ে আঁচল গুজে ঝাঁটা হাতে নামলো
স্বদেশকে জঞ্জালমুক্ত করতে।
একুশ বছরের জঞ্জাল!
একি চাট্টিখানি কথা!
দুহাতে শক্ত করে ঝাঁটা ধরে অনবরত সাফ
করে যাচ্ছে একুশ বছরের জঞ্জাল!

আমি একটি মেয়ের গল্প শোনাতে
এসেছিলাম আপনাদের

সে মেয়েটি আমার মা
সে মেয়েটি আমার বোন
সে মেয়েটি আমার কন্যা।
ক্ষমা করুন সুধীবৃন্ধ
ক্ষমা করুন এ অক্ষম কবিকে
শোকের মাসে একটি নিটোল গল্প উপহার
দিতে পারলাম না বলে-
ক্ষমা করুন আমাকে।

যথার্থ সত্য কখনো গল্প হয় না।
ইতিহাস কখনো কিংবদন্তী হয় না।
হয় না বলেই একটি এতিম মেয়ের জন্য যদি
চোখের কোনে দুফোটা অশ্রু জমে কারো
ধন্য মানি বাঙালি জনম আমার।।

## মধ্য রাতের সূর্যের শেষ রাগিনী